দৈনিক ... কিরান

NOV. 20

গরীবের মেধাবী সন্তানরা যে সব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে সেগুলো পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, গরীবের মেধাবী সন্তানরা কম খরচে যে সব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে সেগুলোতে পরিকল্পিতভাবে অশান্তি তৈরী করে সেই সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে জাতির বর্তমান, ভবিষ্যত ও মেধা বিকাশের পথ। আবেগ উত্তেজনা পরিহার করে বিষয়টা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার জন্য আমি সচেতন ও দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল (শনিবার) দুপুরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প'-এর উদ্বোধনকালে এই বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, দেশে একটি শিশুকেও নিরক্ষর রাখা যাবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়

৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল তাঁর কার্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জ... উপবৃত্তি প্রকল্প উদ্বোধনের পর শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক প্রদান করে...

খালেদা জিয়া প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য ও অসচেতনতা। সেই বাধা অতিক্রম করার জন্যই অনেক ভেবে-চিন্তে আমরা এই উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করলাম। তিনি এই প্রকল্পের সর্বাত্মক সফলতার উপর জোর দিয়ে বলেন, ইতোমধ্যেই আমি মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, এবং সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে চিঠি দিয়েছি। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চরণ করে বলেন, এই প্রকল্প নিয়ে কোন রকম শৈথিল্য, অনিয়ম ও কর্তব্যে অবহেলা বরদাশত করা হবে না। গরীব দেশের নাগরিকদের কষ্টের টাকায় গরীবের লেখাপড়ার এ বন্দোবস্ত পুরোপুরি সফল হতেই হবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, আমরা প্রাথমিক শিক্ষায় গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দিচ্ছি, মেয়েদের লেখাপড়া দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ফ্রি করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকার স্টাইপেন্ড দিচ্ছে। সরাসরি এসব আর্থিক সুবিধার

বাইরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরোক্ষভাবে গরীব দেশের জনগণের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খরচের সঙ্গে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির উচ্চ হারে ফি'র তুলনা করলেই সেটা বোঝা যায়। সামর্থ্যবান পর্যায়ের ছেলেমেয়েরা এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা বিদেশে পড়তে পারে। কিন্তু গরীবের মেধাবী সন্তানরা যে প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে সেগুলো পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব অধ্যাপিকা ডা. তাহমিনা হোসেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এ এম মোসাদ্দেকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী দেড়শ' পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তির ৩ মাসের চেক বিতরণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংসদ কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য চৌধুরী তানভীর আহমদ সিদ্দিকী, নৌপরিবহনমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির, শিল্প প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিম, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এব্যাদুর রহমান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব আলহাজ্জ মোসাদ্দেক আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, হুইপ আশরাফ হোসেন, হুইপ রেজাউল বারী ডিনা এবং সংসদ সদস্যদের মধ্যে মাওলানা আবদুস সুবহান, এম আকবর আলী, আবুল হোসেন খান, ডা. দেওয়ান মোঃ সালাহউদ্দিন, সামসুল আলম প্রামাণিক, হারুন অর রশিদ, মুফতি শহিদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আরও বলেন যে, এবার আমরা যখন সরকারের দায়িত্ব নেই, তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। কিন্তু আমরা ভাবলাম, হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জনগণ অনেক আশা নিয়ে আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। কাজেই আমাদেরকে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করতে হবে।